بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৪ এপ্রিল ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত

"কেবল নিস্পৃহভাবে পুরনো পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে গতানুগতিক ধারায় কাজ করে যাবেন না। বরং আপনাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে কাজ করা উচিত এবং ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য নতুন এবং অভিনব পথসমূহ উদ্ভাবনে জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১১ এপ্রিল ২০২১ মজলিস আনসারুল্লাহ্ (চল্লিশোর্ধ আহমদী পুরুষদের অঙ্গ-সংগঠন) ভারতের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যগণ ভারতের কাদিয়ানে অবস্থিত পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী হল থেকে ভার্চুয়ালভাবে সভায় যোগদান করেন।

সভায়, হুযূর আকদাস সমগ্র ভারত জুড়ে মজলিস আনসারুল্লাহ্র স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সদস্যদের সাথে জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রত্যেকটি স্থানীয় মজলিস (শাখা)-কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করার ওপর আপনাদেরকে প্রকৃতপক্ষেই মনোযোগী হতে হবে। এমন নিবিড় বন্ধন গড়ে তোলার জন্য আপনাদের ঐকান্তিক প্রয়াস হওয়া উচিত যে, যেন তারা সকলে এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায়।"

মজলিস আনসারুল্লাহ্র সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কায়েদ (ন্যাশনাল সেক্রেটারি) তরবিয়তের উদ্দেশে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আনসারুল্লাহ্ সদস্যদের দায়িত্ব তারা যেন নিজ গৃহের বিষয়াদির তদারকি করেন। তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, তাদের নিজ পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত ফরয নামায আদায় করেন। যদি তাদের পুত্র থাকে, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, তারা যথাসম্ভব বেশি বেশি মসজিদে যান। কেবল তখনই বলা যাবে যে, আমাদের আনসার, খোদ্দাম এবং আতফাল প্রকৃতপক্ষেই নামায প্রতিষ্ঠিত করছেন, যখন তারা যথাসম্ভব বেশি বেশি নামায বা-জামাত আদায় করবেন। যদি বর্তমান সময়ে কোভিডের পরিস্থিতির কারণে মসজিদে নামায আদায়ে বিধি-নিষেধ থাকে, তবে ঘরেই নামায বা-জামাত আদায় করা উচিত।”

হুযূর আকদাস আরো নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তরবিয়ত বিভাগের উচিত সকল আনসারুল্লাহ সদস্যদের নিজ স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করার গুরুত্বের বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া। হুযূর আকদাস বলেন যে, সকল পর্যায়ের আমেলা সদস্যদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

নবদীক্ষিতদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদের (ন্যাশনাল সেক্রেটারি) সাথে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য এমনকি গ্রামে বসবাসকারীদের সাথেও যোগাযোগ করা আবশ্যক। হুযূর আকদাস বলেন যে, ভারতের অনেক প্রত্যন্ত এলাকাতেও মানুষের কাছে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে, আর তাই তাদেরকে বিভিন্ন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা উচিত।

তবলীগের দায়িত্বে নিয়োজিত কায়েদের সাথে আলোচনাকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তবলীগের জন্য আপনাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত এবং এরপর সেগুলো পূরণের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন। কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে থাকলে প্রকৃতিগতভাবেই আপনি কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহী হবেন, আর অপরপক্ষে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা না থাকে, তবে এর ফলে অলসতা এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে।"

তবলীগের কাজে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কেবল নিস্পৃহভাবে পুরনো পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে গতানুগতিক ধারায় কাজ করে যাবেন না। বরং আপনাদের আবেগ ও ঐকান্তিকতার সাথে কাজ করা উচিত এবং ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য নতুন এবং অভিনব পথসমূহ উদ্ভাবনে জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত।"

সভায় হুযূর আকদাস আরো পরামর্শ দেন যে, সফে দওমের (৫৫ বছরের কম বয়সের) আনসার সদস্যদের নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং সাইকেল চালানো উচিত, বিশেষ করে কাদিয়ান এবং শহরগুলোতে। হুযূর আকদাস বলেন যে, এটি কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর হবে না, বরং এর পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসেও সহায়ক হবে।

সভার শেষ প্রান্তে হুযূর আকদাস পুনরায় এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যে, আমাদের নিজেদের পুরনো গতানুগতিক চিন্তাভাবনায় আটকে পড়া উচিত নয় বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসারে এবং আহমদীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নতুন নতুন চিন্তা ও পদ্ধতির জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব পালনে নতুন এবং উন্নততর পদ্ধতিসমূহের অনুসন্ধান করা উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আপনারা কেবল পুরনো পদ্ধতিসমূহের ওপরই নির্ভর করবেন — বরং উদ্ভাবনের বিষয়ে সচেষ্ট হন। সকলে একত্রে দায়িত্বশীলতার সাথে এবং আপনাদের খোদাপ্রদত্ত মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করে কাজ করুন। আল্লাহ্‌র ফযলে আপনাদেরকে উর্বর মস্তিষ্ক দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করা হয়েছে, তাই আপনাদের উচিত আপনাদের দায়িত্ব বুদ্ধিমত্তাপূর্ণভাবে নিজ মেধাকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহ্ আপনাদের এমন করার তৌফিক দান করুন আর আপনাদের হাফেয (রক্ষাকারী) ও নাসের (সাহায্যকারী) হোন।”